বাংলাদেশ দূতাবাস
ব্যাংকক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি **নং ১৩৫**

বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক এ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

ব্যাংকক, ৩০ মে ২০২৩

বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন যথাক্রমে দূতাবাসের মিনিস্টার (কনস্যুলার) জনাব হাসনাত আহমেদ ও ইকনোমিক মিনিস্টার জনাব সৈয়দ রাশেদুল হোসেন। এরপর 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রদত্ত ভিডিও বার্তা ও একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আলোচনা পর্বে দূতাবাসের কাউন্সেলর (রাজনৈতিক) মিজ দয়াময়ী চক্রবর্ত্তী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর রাজনৈতিক জীবন এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেন। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রাপ্তি রাষ্ট্রনেতা হিসেবে প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

মিনিস্টার (কনস্যুলার) জনাব হাসনাত আহমেদ তাঁর বক্তব্য বলেন, জাতির পিতা ১৯৬৯ সালে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭১ সালে তিনি হন বাঙালির অসংবাদিত নেতা এবং তাঁর শান্তিকামী ভূমিকার কারণেই তিনি ১৯৭৩ সালে জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রাপ্ত হন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বের শোষিত জনগণের পক্ষে। যা বাংলাদেশের সংবিধানের ধারাতেও উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর দর্শন অনুসরণের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মো: আব্দুল হাই তাঁর বক্তব্যের শুরুতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রাপ্তির প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করেন। এছাড়া তিনি তৎকালীন ভারত মহাদেশের রাজনীতি তথা বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয় আলোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, শৈশব থেকে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বের মুক্তিকামী নিপীড়িত মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। রাষ্ট্র ক্ষমতায় থেকেও সমাজের অবহেলিত ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য ছিল তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা। তিনি তাঁর কর্মের মাধ্যমে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দূতাবাসের কাউন্সেলর (রাজনৈতিক) জনাব নির্ঝর অধিকারী।

EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
BANGKOK